# শাসকদলকে নিজেদের সাথে লড়তে হচ্ছে

**মহুয়া ঘোষাল, গলসি**

পোতনা-পুরশা পঞ্চায়েতে শাসকদলের মধ্যে চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে শাসকদল তৃণমূলকে নিজেদের মধ্যে লড়তে হচ্ছে বেশী আসনে। মাত্র চারটি আসনে কংগ্রেসের সাথে লড়াই। মোট ১৩টি আসনের মধ্যে সাতটি আসনে শাসকদলের নিজেদের মধ্যে লড়াই হচ্ছে। এই সাতটি আসনে বিরোধীদের কোন প্রার্থী নেই। পোতনা-পুরশা পঞ্চায়েতের এগারোটি আসনের মধ্যে দুটি আসনে বিনা নির্বাচনে জয় পায় শাসকদলের প্রার্থীরা। একটি পঞ্চায়েত সমিতির আসনে শাসকদলের জয় এসেছে বিনা ভোটেই। বিরোধীদের অভিযোগ, ব্যাপক সন্ত্রাস করে শাসকদল তাদের নির্বাচন থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। শাসকদল অবশ্য বিরোধীদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে বিরোধীরা প্রার্থী খুঁজে পায়নি। পোতনা-পুরশা পঞ্চায়েতে শাসকদলের গলসি ১নং ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, গোষ্ঠীর সাথে এই পঞ্চায়েত এলাকার যুব নেতা পার্থ মন্ডলের গোষ্ঠীর লড়াইয়ে শাসকদলের লড়াই দলের প্রতীকপ্রাপ্তদের লড়তে হচ্ছে গোঁজ প্রার্থীদের সাথে। সাতটি গোঁজ প্রার্থী দিয়েছে পোতনা-পুরশা এলাকার যুব নেতা পার্থ মন্ডল বলে দাবি শাসকদলের পূর্ব বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক কাঞ্চন কাজী। পার্থ মন্ডল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন প্রার্থী বাছাইয়ের পূর্বে হওয়া সিদ্ধান্তকে না মেনে ব্লক সভাপতির গোষ্ঠী নিজেদের ইচ্ছামতো প্রার্থী দিয়েছে। তবে এই যুব নেতা সাফ জানিয়েছেন, গোঁজ প্রার্থীদের পিছনে তার কোন মদত নেই। গলসি ১নং ব্লকের তৃণমূল ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, দলের নির্দেশ অমান্য করে সাতটি আসনে তৃণমূলের কিছু নেতা নিজেদের অনুগামীকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দলের ক্ষতি করতে চাইছে। কিন্তু দলের প্রতীক প্রাপ্তরাই জিতবে। যুব নেতা পার্থ মন্ডল দাবি করেছেন তার গ্রাম পোতনাতে দুই জন প্রার্থীকে তিনি দলের প্রতীক দিয়েছেন উর্দ্ধতন নেতৃত্বের নির্দেশে। এই আসন দুটিতে ব্লক সভাপতির গোষ্ঠী গোঁজ প্রার্থী দিয়েছে বলে দাবি এই যুব নেতার। এই যুব নেতা আবার এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন দলের ব্লক সভাপতির গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। পোতনা-পুরশা পঞ্চায়েতের প্রধান তাসমিনা শেখকে দলের ব্লক সভাপতি গোষ্ঠী প্রার্থী করেনি। দলের জেলার পর্যবেক্ষক অরূপ বিশ্বাসকে বলে বিদায়ী বোর্ডের পঞ্চায়েত প্রধানকে দলের প্রতীক তিনিই দেওয়া করিয়েছেন বলে দাবি করেছেন এই যুব তৃণমূল নেতা। এই যুব নেতা সাফ জানিয়েছেন, দলের মত নিয়েই তিনি তিন প্রার্থীকে টিকিট দিয়েছেন বাকি চার গোঁজ প্রার্থীর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। দলের জেলার সাধারণ সম্পাদক কাঞ্চন কাজী এবং ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, দলের গোঁজ প্রার্থীরা জেতার ক্ষমতা রাখে না। সংগঠন তাদের সাথে আছে ফলে দলের প্রতীক পাওয়া প্রার্থীরাই জিতবে আর ভোটের পর গোঁজ প্রার্থী আর তাদের নেতারা হারিয়ে যাবে রাজনীতি থেকে। সময় বলবে কার হাতে থাকবে পুরশা পঞ্চায়েত।

# জলের সমস্যা মিটতে চলেছে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ** খনি অঞ্চলের অন্ডাল ও পান্ডবেশ্বর ব্লকে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘ কয়েক দশকের সমস্যা। বিগত বামসরকারের সময়ে এই সমস্যার সমাধান হয়নি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে অন্ডালের উখড়াতে নির্বাচনী জনসভায় এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জনসমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। তারপর কাজও শুরু হয়। কিন্তু মাঝে পাইপ লাইন বসানো নিয়ে জমিজটের গেরোয় সেই জলপ্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এবারো গরম পড়ার সাথে সাথেই অন্ডাল ও পান্ডবেশ্বরের বিভিন্ন এলাকায় জলসংকট সমস্যায় জর্জরিত এলাকাবাসী। কিন্তু এবার যে পঞ্চায়েত ভোট। আর তাকে সামনে রেখেই সব সমস্যা কাটিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দিন রাত এক করে চলছে পাইপ বসানোর কাজ। আর তাতেই আশার আলো দেখছেন এলাকার মানুষ। উখড়ায় পানীয় জল প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হল জোর কদমে। যে সব জায়গাগুলিতে এখনও পাইপ বসানো হয়নি সেই সকল জায়গাগুলিতে চলছে পাইপ

বসানোর কাজ। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ঠিক পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই জলপ্রকল্পটির শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন এলাকার বিধায়ক সোহারাব আলি। সে সময় বিধায়ক ঘোষণা করেছিলেন, ২০১৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। প্রকল্পটি থেকে উপকৃত হবেন পাণ্ডবেশ্বর ও অন্ডাল ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। প্রকল্পটির জন্য রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছিল ১৯ কোটি টাকা। পরে আরও টাকা অনুমোদন করে সরকার। প্রকল্পটির রুট ম্যাপে তিনটি রেলক্রসিং রয়েছে। কিন্তু রেলের অনুমতি না পাওয়ায় এতদিন প্রকল্পটির কাজ থমকে ছিল। সম্প্রতি রেলের অনুমতি পাওয়া গেছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে জোর কদমে আগামী গ্রীষ্মের মরসুমের আগেই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং এলাকার বাসিন্দারা পরিশুদ্ধ জল পাবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। এই পাইপ লাইনের কাজ শেষ হয়ে ভোটের সময় থেকেই জল পাবেন বলে জোর প্রচার শাসকদলের পক্ষ থেকে। আর যেহেতু দীর্ঘ এই সমস্যা মিটতে চলেছে তাই বিরোধীরাও নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ আনা তো দূরের কথা মুখে একেবারে কুলুপ এঁটেছেন। আর শাসকদল এই জলসমস্যার সমাধান করার কাজে হঠাৎ নেমে পড়ায় সম্পূর্ণ অ্যাডভান্টেজ নিয়েই নামছে ভোট প্রচারে। এলাকার মানুষ খুশি কিন্তু এই উন্নয়নকাজ দেখে। আর খনি অঞ্চলের তৃষ্ণা যে এবার মিটতে চলেছে তা স্পষ্ট।

# গলসিতে শংসাপত্র নিলেন জয়ী প্রার্থীরা

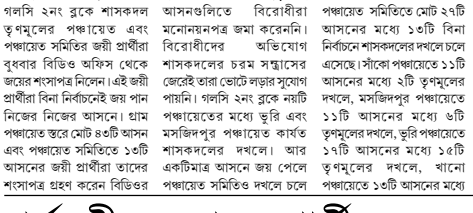

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ** গলসি ২নং ব্লকে শাসকদল তৃণমূলের পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির জয়ী প্রার্থীরা বুধবার বিডিও অফিস থেকে জয়ের শংসাপত্র নিলেন। এই জয়ী প্রার্থীরা বিনা নির্বাচনেই জয় পান নিজের নিজের আসনে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মোট ৪৩টি আসন এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৩টি আসনের জয়ী প্রার্থীরা তাদের শংসাপত্র গ্রহণ করেন বিডিওর হাত থেকে। শাসকদল ছাড়া এই আসনগুলিতে বিরোধীরা মনোনয়নপত্র জমা করেননি। বিরোধীদের অভিযোগ শাসকদলের চরম সন্ত্রাসের জেরেই তারা ভোটে লড়ার সুযোগ পায়নি। গলসি ২নং ব্লকে নয়টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ভূরি এবং মসজিদপুর পঞ্চায়েত কার্যত শাসকদলের দখলে। আর একটিমাত্র আসনে জয় পেলে পঞ্চায়েত সমিতিও দখলে চলে আসবে শাসকদলের হাতে। পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ২৭টি আসনের মধ্যে ১৩টি বিনা নির্বাচনে শাসকদলের দখলে চলে এসেছে। সাঁকো পঞ্চায়েতে ১১টি আসনের মধ্যে ২টি তৃণমূলের দখলে, মসজিদপুর পঞ্চায়েতে ১১টি আসনের মধ্যে ৬টি তৃণমূলের দখলে, ভূরি পঞ্চায়েতে ১৭টি আসনের মধ্যে ১৫টি তৃণমূলের দখলে, খানো পঞ্চায়েতে ১৩টি আসনের মধ্যে ৪টি তৃণমূলের দখলে, গোহগ্রাম পঞ্চায়েতে ১৩টি আসনের মধ্যে ২টি তৃণমূলের দখলে, কুরকুবা পঞ্চায়েতে ১৩টি আসনের মধ্যে ১ টি তৃণমূলের দখলে, গলসি পঞ্চায়েতে ১৬টি আসনের মধ্যে ৪টি তৃণমূলের দখলে, আদ্রাহাটি পঞ্চায়েতে ১১টি আসনের মধ্যে ৪টি তৃণমূলের দখলে, সাটিনন্দী পঞ্চায়েতে ১১টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫টি তৃণমূলের দখলে চলে এসেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সিপিএম সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক বলেন, গলসিতে ভয় দেখিয়ে তৃণমূল তাদের প্রার্থীদের নির্বাচন থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছে। গণতন্ত্রকে খুন হতে দেখেও নির্বাচন কমিশন চুপচাপ বসে থেকে মজা লুটেছে বলে কটাক্ষ করেন এই সিপিএম নেতা। পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূল সভাপতি স্বপন দেবনাথ অবশ্য বলেছেন প্রার্থী না খুঁজে পেয়ে সন্ত্রাসের কথা বলে আদালতে গিয়েছে বিরোধীরা ভোট পিছিয়ে দেওয়ার জন্য। এরা জানে এরা আর কখনোই জিততে পারবে না তাই যা আসছে মুখে তাই বলছে বলে কটাক্ষ করেন শাসকদলের এই নেতা।

# সেরা মহিলা প্রধানকে বিরোধী দলের নয় দলের গোঁজ প্রার্থীর সাথে লড়তে হচ্ছে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ** গলসি ১নং ব্লকের নয়টি পঞ্চায়েতের প্রধানদের মধ্যে সেরা পঞ্চায়েত প্রধান হিসাবে শাসকদলের কাছে স্বীকৃতি পাওয়া লোয়া-রামগোপালপুর পঞ্চায়েতের প্রধানকে বিরোধীদের সাথে লড়তে হচ্ছে না। লড়তে হচ্ছে শাসকদলের গোঁজ প্রার্থীর বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, ব্লকের শাসকদলের সভাপতি জাকির হোসেনের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী কার্যকরী সভাপতি মোল্লা মহম্মদ গোষ্ঠীর কোন্দলের জেরেই এই গোঁজ প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। লোয়া-রামগোপালপুর পঞ্চায়েত প্রধান ফজিলা বেগম এবার গলসি ১নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী হয়েছেন এবং দলে ব্লক সভাপতির অনুগামী তিনি। তার বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন ইসমাতারা বেগম যিনি আপাতত

গোপন ডেরায় রয়েছেন। শাসকদলের ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, তাদের ব্লকের মধ্যে সেরা পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে গোঁজ প্রার্থী দিয়ে দলের বিরুদ্ধে গিয়েছেন একদল তৃণমূল নেতা। শাসকদলের পূর্ব বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক কাঞ্চন কাজী বলেন, গোঁজ প্রার্থী দিয়ে যারা মনে করছেন বিজেপির সাথে হাত মিলিয়ে হারিয়ে দেবেন দলের প্রার্থীকে তাদের মনে রাখতে ভোটের ফলের পর তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। শাসকদলের বিদায়ী বোর্ডের সেচ কর্মাধ্যক্ষ তথা দলের এলাকার প্রভাবশালী নেতা পরেশ পাল বলেন, ইসমাতারা বেগম তার অনুগামী নয় আর তিনি দলের প্রতীক পাওয়া প্রার্থীর হয়েই প্রচারে নেমেছেন। ইসমাতারা বেগমকে প্রার্থী করেছেন মহম্মদ মোল্লা বলে অভিযোগ দলের অন্দরেই। কিন্তু তা স্বীকার করছেন না ব্লকের শাসকদলের কার্যকরী সভাপতি মহম্মদ মোল্লা। তিনি বলেন, তার সাথে পরিচয় নেই ইসমাতারার এবং তিনি দলের প্রতীকপ্রাপ্ত প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নামবেন। আর গোঁজ প্রার্থীর মুখোমুখি হয়ে অবশ্য চিন্তা করছেন না বিদায়ী বোর্ডের পঞ্চায়েত প্রধান ফজিলা বেগম। তিনি সাফ জানিয়েছেন, তিনি জিতবেন কারণ মানুষ তাকেই ভোট দেবেন।

# পূর্বস্থলীতে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার অভিযান ব্যাপক মাত্রায় হয়। প্রচার অভিযানে এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থনে মিছিল। এদিন ব্লকের ভাতশালা গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিশাল জনসমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। জাহানন্দগর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথ। তিনি বলেন, রাজ্যে একদিকে যেমন শান্তি ফিরে এসেছে তেমনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে সেই সাথে ব্যাপক উন্নয়নের কর্মধারা চলছে। সরকার একাধিক উন্নয়নমুখী প্রকল্প চালু করেছে এবং সেই প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছেন। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত পানীয় জল, কিষাণ মান্ডি, আইটিআই কলেজ, ইন্ডোর গেমস কমিউনিটি হল একাধিক উন্নয়নমুখী কাজ হয়েছে। কন্যাশ্রী আজকে বিশ্বসেরা স্বীকৃতি পেয়েছে সেই সাথে মানবিক রূপশ্রী, সমব্যথী প্রকল্প সুযোগ পেয়ে গরীব মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন এই সরকারের বিকল্প কোনো কিছুই হতে পারে না বলে তিনি উল্লেখ করেছেন তাই সরকারের উন্নয়ণ প্রকল্পের প্রতি মানুষের ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারার কারণে কুৎসা অপপ্রচার চালিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রাজ্যের গণতন্ত্র নষ্ট করতে চাইছে বিরোধীরা। তাই সরকারের উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়ে ভোটারদের কাছে আবেদন রেখেছেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইতিমধ্যে মানুষ মানুষকে ভাগ করতে একটা রাজনৈতিক দল সব সময় চক্রান্ত শুরু করে দিয়েছে কিন্তু মানুষ কখনই এসব মেনে নেবেনা। বাংলার মানুষ সংস্কৃতিসম্পন্ন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বহন করে যায় সমসময় তাই তিনি আশাবাদী ভোটাররা তাদের পাশে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন, দিলীপ মল্লিক, পরিমল দেবনাথ, অশোক বিশ্বাস, দেবাশীষ নাগ, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, শুক্লা রাহা প্রমুখরা। পূর্ব বর্ধমান জেলায় ব্যাপক উন্নয়নমুখী কাজ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি কর্মী সমর্থকদের কাছে আবেদন রাখেন এলাকায় কোনোরকম শান্তি বিঘ্নিত না হয় তার জন্য সকলকে সর্বদা সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়াও এদিন নাদনঘাট, বকপুর এলাকাতেও তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মন্থেশ্বর, কালনা ১নং, কালনা ১নং, মেমারী, বর্ধমান উত্তর, দক্ষিণ, রায়না, গড়ঘোষ, জামালপুর প্রভৃতি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থনে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীর সমর্থনে ও সিপিআইএম প্রার্থীদের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচার অভিযান হয়েছে।

# দুর্গাপুরে যুবক খুন ঃ আটক তিন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ** দুর্গাপুরের ফরিদপুর এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা এক যুবককে রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ধুন্ধুমার মঙ্গলবার সকালেই। ওই যুবক একটি গাড়ি সারাই-এর গ্যারেজে কাজ করত। উত্তেজিত এলাকাতেও তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মন্থেশ্বর, কালনা ১নং, কালনা ১নং, মেমারী, বর্ধমান উত্তর, দক্ষিণ, রায়না, গড়ঘোষ, জামালপুর প্রভৃতি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থনে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীর সমর্থনে ও সিপিআইএম প্রার্থীদের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচার অভিযান হয়েছে।

## বিবাহিত মেয়ের অবৈধ সম্পর্কের জেরে আত্মঘাতী মা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ** এলাকার মানুষের কাছে কান পাতলেই শোনা যায় যে, বিবাহিত মহিলা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কারণেই আত্মঘাতী হলেন মা। আত্মঘাতী মহিলার নাম মাধুরী অধিকারী (৪০)। বাড়ি হাঁসখালি থানার বগুলা কলেজ পাড়ায়। মঙ্গলবার সকালে ভায়নার খেলার মাঠ থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অভস্থায় ওই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই মহিলার স্বামী পবিত্র অধিকারী পেশায় কাঠমিস্ত্রি। একমাত্র মেয়ের বিবাহ দেওয়ার পর বিশেষ কারণবশত মেয়ে শ্বশুরবাড়ি না গিয়ে বাপের বাড়িতেই থাকতেন। এলাকার মানুষের প্রাথমিক অনুমান যে, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি স্বামীর ঘর না করার কারণেই এখানে কোনো অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এই বিষয়টি মা ভালোচোখে মেনে নেয়নি। তাই মা আত্মঘাতী হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মৃতদেহটি এদিন রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

## চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু ঃ বিক্ষোভ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ** এক বছরের ছেলের পেটের ব্যথা নিয়ে ভর্তি করা হয়েছিল নদীয়ার কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে। মঙ্গলবার ছেলের মৃত্যু হয় হাসপাতালে। নদীয়ার ভীমপুর কুলগাছিয়া বাসিন্দা রসুল আলির অভিযোগ যে, ছেলেকে ভর্তি করা সত্ত্বেও নার্সরা এবং চিকিৎসকরা দেখেনি তাই চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু হয়েছে ছেলের। এই অভিযোগে হাসপাতালে সুপারের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান তারা। পরে পুলিশ এবং সুপারের আলোচনাক্রমে বিক্ষোভ ওঠে।

## মহিলার দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ** মঙ্গলবার সকালে হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত গোয়ালতোড় বাগানের ভেতর থেকে গলার নলি কাটা অবস্থায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে যে, মৃত গৃহবধূর নাম অনন্যা গায়েন (৪২)। ওই মহিলার বাড়ি গরিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কাছাকাছি। জানা গিয়েছে যে, তার একটি ছেলেকে নিয়ে জামাইবাবুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। বেড়াতে এসে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাতে আর বাড়ি ফেরেনি সে। এদিন সকালে ওই মহিলার গলার নলি কাটা অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে জামাইবাবু গোপাল সরকার জানিয়েছেন যে, তার শ্যালিকা মানসিক অবসাদে ভুগছিল। তবুও পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে।

## সিপিএম নেতা প্রয়াত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ** বুধবার এলাকার প্রবীণ সিপিএম নেতা শান্তিময় ঘোষ (৭২) বুধবার ভোরে প্রয়াত হন। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। অবসরপ্রাপ্ত এই শিক্ষকের রাজনৈতিক জীবন শুরু বর্ধমান-দুর্গাপুরের প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক বলেন, তিনি আর শান্তিময় ঘোষ একসাথে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন গলসি জোনালের সদস্য হয়ে। ১৯৮২ তে দুই জনেই কৃষক সভার সম্পাদক হন। শান্তিময় ঘোষ বুধবুদ এবং সাইদুল হক গলসিতে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি তার স্ত্রী এবং এক কন্যা রেখে গিয়েছেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

**নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ** কুলটিতে পানীয় জল প্রকল্পের কাজ পুরো দমে চলছে। এবার কুলটি মেনধমো সাতাশা এলাকায় একটি ওভারহেড রিজার্ভারের কাজ শুরু হল। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই রিজার্ভারের কাজ শুরু করলেন আসানসোল পুরনিগমের জলবিভাগের মেয়র পারিষদ পূর্ণশশী রায়। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারির উদ্যোগে এই জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হল। জানা গিয়েছে, মোট এক লক্ষ তিন হাজার গ্যালনের এই সুবিশাল ওয়াটার রিজার্ভারটি হবে। এই রিজার্ভার হয়ে গেলে আসেপাশের প্রায় ৫টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। এদিন কাজের শুভারম্ভের সময় মেয়র পারিষদ পূর্ণশশী রায় ছাড়াও ছিলেন বোরো চেয়ারম্যান সঞ্জয় নোনিয়া।

## জমি বিবাদে উত্তেজনা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ** মঙ্গলবার জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা। ঘটনায় ধনঞ্জয় বাউরি বলে এক জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের হিরাপুর থানার ভালুকজোড় এলাকায়। ঘটনাস্থলে হিরাপুর থানার পুলিশ। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। মৃতের এক আত্মীয়ের অভিযোগ তার দাদুকে মারধর করা হয়েছে, ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে। দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে। মঙ্গলবার বিকালের দিকে গ্রামবাসীরা হিরাপুর থানার সামনে জমায়েত হয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে জমায়েত হয়ে থাকে গ্রামবাসীরা। ঘটনার জেরে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের আশ্বাসে জমায়েত ওঠে।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগ লি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222